**সাত বছরে ২৭ ধাপ এগিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর**

বিশ্বের ১০০টি সমুদ্রবন্দরের তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দর ৭১তম অবস্থান অর্জন করেছে। ২০১৬ সালে এক বছরে কনটেইনার ওঠানামা সূচক বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বের সেরা ১০০টি বন্দরের তালিকা প্রকাশ করেছে শিপিংবিষয়ক ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যম ‘লয়েডস লিস্ট’। সেই তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দর পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৭১তম অবস্থানে পৌঁছেছে। এর আগে ২০১৫ সালের তালিকায় ছিল ৭৬তম, আর ২০১৪ সালে ছিল ৮৭তম। জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম খালেদ ইকবাল কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিগত আট বছরে চট্টগ্রাম বন্দর ২৭ ধাপ এগিয়েছে। সীমিত ক্ষমতা, যন্ত্রপাতি সংকট, জেটি সংকটের মধ্যেই দক্ষতা ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই এই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের উৎপাদনশীলতা, পণ্য ওঠানামা ও পোর্ট দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে লয়েডস লিস্ট তালিকা তৈরি করেছে। http://www.kalerkantho.com

**নবম কার্যদিবসে সূচক সংশোধন**

টানা আট কার্যদিবস উর্ধ্বমুখী থাকার পর গতকাল কিছুটা দর সংশোধন হয়েছে দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জে। সিংহভাগ কোম্পানির শেয়ারদর কমার পাশাপাশি নিম্নমুখী ছিল সূচকও। তবে কেনাবেচা আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, টানা দরবৃদ্ধির পর এ সংশোধন বাজারের স্থিতিশীলতার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। হাতবদল হওয়া কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড ও করপোরেট বন্ডের মধ্যে গতকাল দাম বেড়েছে ১৩৮টির, কমেছে ১৬৩টির ও অপরিবর্তিত ছিল ২২টির বাজারদর।ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল ৩২৩টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মোট ৪৬ কোটি ৬৩ লাখ ৯২ হাজার ৫০৬টি শেয়ার বা ইউনিট হাতবদল হয়েছে, যার বাজারদর ১ হাজার ৩৬৯ কোটি ৮০ লাখ ৫৬ হাজার ৮৪৩ টাকা। আগের দিন স্টক এক্সচেঞ্জটিতে ১ হাজার ৫০ কোটি টাকার কম লেনদেন হয়েছিল।http://bonikbarta.net

**লেনদেনের শীর্ষে ন্যাশনাল ব্যাংক**

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (এনবিএল)। সারা দিনে ব্যাংকটির ৪৫ কোটি ৫১ লাখ টাকার বেশি শেয়ার হাতবদল হয়।৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত ২০১৬ হিসাব বছরের জন্য ২০ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক। সর্বশেষ হিসাব বছরে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ২ টাকা ৮৪ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ১ টাকা ৯৬ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর এর শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ১৮ টাকা ২৮ পয়সায়।চলতি হিসাব বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ন্যাশনাল ব্যাংকের ইপিএস কমেছে। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকটির ইপিএস হয়েছে ২৬ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে তা ছিল ৮৪ পয়সা। ৩০ জুন কোম্পানিটির এনএভিপিএস দাঁড়ায় ১৮ টাকা ৬১ পয়সায়। প্রথমার্ধেও ন্যাশনাল ব্যাংকের ইপিএস কমেছে। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটির ইপিএস হয়েছে ৫৩ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১ টাকা ৫ পয়সা।২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য ১৫ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ দেয় ব্যাংকটি। এর আগে ২০১৪ সালে দেয় ১০ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ।http://bonikbarta.net

**অবকাঠামো সম্প্রসারণ ছাড়াই কনটেইনার পরিবহনে বড় অগ্রগতি**

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক কনটেইনার পরিবহনের পরিসরও বাড়ছে প্রতিনিয়ত। বন্দর কর্তৃপক্ষের হিসাবে ২০১৯ সাল নাগাদ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ৩০ লাখ ইউনিট। গত পাঁচ বছরে (২০১২-১৬) চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ইউনিট বেড়ে ২৩ লাখ ইউনিটে উন্নীত হয়েছে। চলতি বছর শেষে এ সংখ্যা ২৫ লাখ ইউনিট ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষ করে শিল্প-কারখানার কাঁচামাল এবং মেগা প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানির কারণে কনটেইনার পরিবহনের হার দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধি থাকলেও বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন সবসময়ই থেকেছে উপেক্ষিত।http://bonikbarta.net

**পাঁচদিন বন্ধের পর হিলি স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু**

ঈদুল আজহা উপলক্ষে টানা পাঁচদিন বন্ধ থাকার পর গতকাল থেকে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানিসহ বন্দরের সব কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দীর্ঘ ছুটির পর বন্দরে কর্মচাঞ্চল্য ফিরতে শুরু করলেও কার্যক্রম পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরো কয়েক দিন সময় লাগবে বলে বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।বাংলাহিলি কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব মো. শাহিনুর ইসলাম জানান, ঈদুল আজহা উপলক্ষে ১-৫ সেপ্টেম্বর বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। প্রথমে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়া হলেও বন্যার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতির কথা মাথায় রেখে পরে বন্ধের মেয়াদ দুদিন কমানো হয়। মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্দর দিয়ে দুদেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানি বন্ধ ছিল। গতকাল দুপুরে ভারত থেকে পণ্যবাহী ট্রাক প্রবেশের মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। তবে ঈদের আমেজ এখনো পুরোপুরি কাটেনি। বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক হতে আরো কয়েকদিন সময় লাগতে পারে।http://bonikbarta.net

**দ. কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের বিপক্ষে মার্কিন ব্যবসায়ীরা**

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে না নেয়ার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন চেম্বার অব কমার্স ও কংগ্রেসনাল দ্বিদলীয় নেতাদের একটি গ্রুপ। এক বিবৃতিতে তারা ইউএস-সাউথ কোরিয়া ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (কেওআরইউএস) থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার না করার আহ্বান জানা। খবর সিনহুয়া।বিবৃতিতে ইউএস চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও টমাস জে ডোনাহিউ বলেন, কেওআরইউএস থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেয়ার চরম বিরোধিতা করছি আমরা।http://bonikbarta.net

**ওপেকের চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে আগ্রহী সৌদি-রাশিয়া**

স্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দরপতনের লাগাম টানার জন্য উত্তোলন কমাতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে পণ্যটির রফতানিকারকদের জোট অর্গানাইজেশন অব অয়েল এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজভুক্ত (ওপেক) দেশগুলো। চুক্তিতে সমর্থন জানিয়েছে রাশিয়াসহ ওপেকবহির্ভূত বেশ কয়েকটি দেশ। আগামী বছরের প্রথম প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ) শেষে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। কিন্তু এর মধ্যে চুক্তির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ কারণে চুক্তির ভবিষ্যত্ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চুক্তির মেয়াদ আরো বাড়ানো হবে নাকি তা বাতিল হবে— এ নিয়ে জোর গুঞ্জন রয়েছে। এর মধ্যেই ওপেকের চুক্তির ভবিষ্যত্ নিয়ে আলোচনায় বসেছে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের অন্যতম শীর্ষ উত্তোলনকারী ও রফতানিকারক দেশ সৌদি আরব ও রাশিয়া। দুই দেশই ওপেকের চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে একমত হয়েছে বলে জানা গেছে। খবর রয়টার্স।রাশিয়ার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশটির সেন্ট পিটার্সবার্গে বৈঠকে বসেন দুই দেশের সরকারি কর্মকর্তারা। রুশ জ্বালানিমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাক বলেন, 'আমরা (রাশিয়া ও সৌদি আরব) মনে করছি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্রমাগত দরপতন ঠেকাতে পণ্যটির উত্তোলন কমানোর বিকল্প নেই। http://bonikbarta.net